গণপ্রজাতন্ত্রীবাংলাদেশসরকার
বিভাগীয়কমিশনারেরকার্যালয়, সিলেট
(সাধারণশাখা)
www.sylhetdiv.gov.bd

স্মারকনং: ০৫.৪৬.০০০০.০০৫.৫৬.০০৩..৫৩৭ তারিখঃ ০৭/১০/২০১৮খ্রিঃ

বিভাগীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদ (DCLWC) – এর ৬ষ্ঠ সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী ,বিভাগীয় কমিশনার , সিলেট।
স্থান : বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেট এর সম্মেলন কক্ষ।
তারিখ : ১৭/০৯/২০১৮খ্রিস্টাব্দ।
সময় : বিকাল০৪:০০ঘটিকা।

সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের তালিকা: পরিশিষ্ট "ক"

সভায় উপস্থিত সকল সদস্যকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করা হয় এবং উপস্থিত সদস্যবৃন্দকে নিজ পরিচয় তুলে ধরতে অনুরোধ করা হয়। পরিচিতি পর্ব শেষে সভার সভাপতি সদস্য সচিবকে আলোচ্যসূচি অনুসারে সভার কার্যক্রম উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ জানান। আলোচনার শুরুতে সদস্য সচিব বিগত ৫ টি সভার কার্যবিবরণীর সারসংক্ষেপ উপস্থিত সকলকে অবহিত করেন।

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
বিভাগীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদ (DCLWC)-এর সভাপতি, বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট, জনাব মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী সকলকে ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানিয়ে তাঁর বক্তব্য শুরু করেন। বিভাগীয় পর্যায়ের সভা হওয়ায় হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজারের দায়িত্বে থাকা উপমহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরকে এই কমিটিতে সদস্য করার প্রস্তাব করেন। এছাড়াও তিনি উপজেলা পর্যায়ের শিশুশ্রম নিরসনে উপজেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটি সম্পর্কে খোঁজ নেন এবং কোন উপজেলায় এতদসংক্রান্ত কোন সভা হয়েছে কীনা-তা জানতে চান। তিনি বিগত সভাগুলোতে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলোর বাস্তবায়ন বর্তমানে কোন পর্যায়ে আছে এবং কী কী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে-তা জানতে চান। এছাড়াও তিনি সিলেটে স্কার প্রকল্প আছে কীনা- সেসম্পর্কে খোঁজ নেন। কলকারখানায় যেসব শিশু পাওয়া যায় তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা এসওএস শিশুপল্লী করতে পারবে কীনা এবং শিশুশ্রমের তথ্য সংগ্রহের কোন ছক আছে কীনা-তা জানতে চান। এসওএস শিশুপল্লীকে তাদের চাহিদার সাথে মানানসই করে সবাইকে তথ্য সরবরাহের জন্য বলেন। গত সভায় যে সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়েছিল এবং যারা আজকের সভায় আসেনি বাস্তবে তাঁরা কাজ নিয়ে কতটুকু এগিয়েছেন সেব্যপারে খোঁজ নিতে বলেন। এছাড়াও তিনি ইউনিসেফের কাছে অতীতে তাঁরা যাদেরকে নিয়ে কাজ করেছেন তাদের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানতে চান। আজকের সভায় সিলেটের শিশুশ্রমের উপর সবার স্বচ্ছ ধারণা হয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। সিলেটে শিশুশ্রম বর্তমানে কোন পর্যায়ে আছে তা সবার জানা দরকার এবং তিনি এসম্পর্কিত কোন উপস্থাপনা থাকলে তা পরবর্তী সভায় উপস্থাপনের জন্য বলেন।	০১।বিভাগীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদের কমিটিতে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জের উপমহাপরিদর্শককে সদস্য হিসেবে কোঅপ্ট করতে হবে। ০২।শিশুশ্রম নিয়ে কোন দপ্তরের যদি কোন উপস্থাপনা থাকে তা আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	০১।কলকারখানাওপ্রতিষ্ঠানপরিদর্শনঅধিদপ্ত, উপমহাপরিদর্শকেরকার্যালয়, সিলেট ০২।সংশ্লিষ্টসরকারিওবেসরকারিসকলসংস্থা।

জনাব হিমন কুমার সাহা, উপমহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, সিলেট, তাঁর বক্তব্যে বিগত ০৫ টি সভার কার্যবিবরণীর সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করেন। এই সময় তিনি বলেন, প্রথম সভা ১০/১১/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত হয় ।সভায় সকল ঝুঁকিপূর্ণ সেক্টরের প্রতিষ্ঠানের মালিকদের হাজির করা, শিশুদের পড়াশুনা নিশ্চিত করা, জেলা উপজেলা কমিটিকে কার্যকরী করা, ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।সিলেটে ৩৮ টি ঝুঁকিপূর্ণ সেক্টরের মধ্যে ৪টি সেক্টর নির্ধারণ করে ২টি সেক্টর শিশুশ্রম মুক্ত করা হয় বলে তিনি উল্লেখ করেন। ২য় সভা ১৩/০৪/২০১৭ তারিখে আই এল ও এর আয়েজনে শ্রম প্রতিমন্ত্রী, শ্রম সচিব, আই এর ও ডিরেক্টর, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি সভাপতি শিশু অধিকার ফোরাম উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়। পাথর কোয়ারী ও পাথর ভাঙ্গা সেক্টর থেকে শিশুশ্রম নিরসনে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৩য় সভা ২২/০৮/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় উপজেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটির মাধ্যমে উপজেলা ভিত্তিক শিশুশ্রমের তালিকা তৈরী ও প্রেরণ, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুশ্রম বন্ধে দেয়াল লিখন, কারিগরী শিক্ষা প্রদান সংক্রান্ত আলোচনা হয়। ৪র্থ সভা ১৬/১১/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত হয় ।শিশুশ্রম নিরসনে মালিকদের উদ্বুদ্ধ করা ও প্রয়োজনে আইন প্রয়োগ করার কথা বলা হয়। চা বাগানে শিশুশ্রম নিরসনে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আগের মিটিং এ বিভিন্ন সেক্টরের মালিকদের আমন্ত্রণ করা হয়। এদের মধ্যে এ্যালুমিনিয়াম কারখানার মালিক ও মটর ওয়ার্কশপ সমিতির প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। তিনি আরও বলেন,কিছু কিছু জায়গায় উদ্বুদ্ধ করার কাজ করা হয়েছে এবং উদ্বুদ্ধ করার পরেও ফলাফল পাওয়া না গেলে শ্রম আদালতে অভিযোগ দায়ের করা হয়। ৫ম সভা গত ১২/০৬/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।এ সভায় এনজিওদের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে শিশুদের পুনর্বাসনের কথা বলা হয়। ইউনিসেফকে বিভাগীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদের কমিটিতে কো অপ্ট করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। সবাই মিলে একটি প্ল্যান অনুযায়ী কাজ করলে শিশুশ্রম মুক্ত হবে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। দেশকে শিশুশ্রম মুক্ত করা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকারমূলক উদ্যোগের একটি। সভাপতি মহোদয়ের দিক নির্দেশনায় এটি বাস্তবায়ন করা সম্ভব বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।গত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ি ইউনিসেফকে কমিটিতে কো-অপ্ট করা হয়েছে। ইউনিসেফ এর প্রতিনিধিকে সভায় উপস্থিত হওয়ায় তিনি ধন্যবাদ জানান। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর সরকারের বৃহৎ কর্মকান্ডের একটি ক্ষুদ্র অংশ। শিশুশ্রম মুক্ত করা শুধুমাত্র এই দপ্তরের একার পক্ষে সম্ভব নয়। সরকারি বেসরকারি সংস্থা সবাই মিলে কাজ করলে শিশুশ্রম মুক্ত করা সম্ভব বলে তিনি মনে করেন। এই ব্যাপারে বিভাগীয় কমিশনার মহোদয়ের সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা কামনা করেন। পূর্বের সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কোন কোন সংস্থার সাথে আলোচনা হয়েছে এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ইউসেপের সাথে আমরা আলোচনা করা হয়েছে ইউসেপ কারিগরি শিক্ষার জন্য সতের বছর বয়সী শিশু নিয়ে থাকেন কিন্তু কারখানা পরিদর্শনে গেলে ১২-১৪ বছর বয়সী শিশু পাওয়া যায়। এই বয়স সীমার মধ্যে শিশুদের পুনর্বাসন ও শিক্ষার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। তিনি বলেন, বিগত তিন মাসে ২১২টি কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করা হয় এবং এতে ০৯ জন শিশু শ্রমিক পাওয়া যায়। এদের নাম ঠিকানা সংগ্রহ করা হয়েছে ,এদের পুনর্বাসনের উদ্যোগ নিতে হবে। ইউনিসেফকে শিশুশ্রমিকের তথ্য দিতে পারবেন বলে উল্লেখ করেন। পরিবহন সেক্টরে শিশুশ্রম নিরসনে উপ-মহাপুলিশ পরিদর্শকের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, পরিবহন সেক্টর অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত হওয়ায় এটা আমাদের অগ্রাধিকারমূলক সেক্টর নয়। তবে অত্র দপ্তর অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শিশুশ্রম নিরসনেও ভবিষ্যতে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করবে বলে জানান।	০৩। এস ও এস শিশুপল্লী , ইউনিসেফ ও ইউসেপকে শিশুশ্রম সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ করা। ০৪। পূর্বের সভার সিদ্ধান্তসমূহ ক্রমান্বয়ে বাস্তবায়ন করতে হবে।	০৩। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, সিলেট । ০৪। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, সিলেট।

বিভাগীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদ (DCLWC)-এর সদস্য, উপ মহা পুলিশ পরিদর্শক, পুলিশ, সিলেট রেঞ্জ, জনাব মোঃ কামরুল আহসান বিপিএম বলেন, হবিগঞ্জে যেসব কারখানা রয়েছে, ঐগুলোর শিশুশ্রম সংক্রান্ত তথ্য নেয়া হয় কী না -তা জানতে চান। এ বিষয়ে উপমহাপরিদর্শক কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, সিলেট বলেন যে, হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজার শ্রীমঙ্গল এ অবস্থিত এই অধিদপ্তরের আরেকটি অফিস থেকে পরিদর্শন করা হয়। উপ-মহাপুলিশ পরিদর্শক মহোদয় বলেন, বিভাগীয় পর্যায়ের সভা হওয়ায় এখানে ০৪টি জেলার অংশ করার কথা। এই বিষয়ে বিভাগীয় কমিশনার মহোদয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, মৌলভীবাজারের উপমহাপরিদর্শককে কমিটির সদস্য করার প্রস্তাব করেন। উপ-মহাপুলিশ পরিদর্শক মহোদয় বলেন, গত সভায় বিভিন্ন সেক্টরগুলোর মালিক উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁদের কিছু দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল, যদি তাঁরা থাকতেন,তাঁরা কতটুকু কাজ করলেন বা তিন মাসে কতটুকু উন্নতি হলো- তা আমরা জানতে পারতাম। যদি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করে কথা না বলা হয় ও ফলোআপ না করা হয় তাহলে এভাবে সভা করে কাজ হবে না। তিনি আরও মন্তব্য করেন শুধু তাত্ত্বিক কথা বললে কোন কাজ হবে না। বিভিন্ন সেক্টরের মালিকদের সাথে কথা বলতে পারলে একটি অর্জনের দিকে যাওয়া যেত। সভা আয়োজন করার আগে এই বিষয়গুলোর উপর তিনি একটু নজর রাখতে বলেন। এছাড়াও যদি পরিবহন সেক্টরে কোন শিশুশ্রম পাওয়া যায় তাকেও তিনি পুনর্বাসনের আওতায় আনার কথা বলেন।	০৫। শিল্প সেক্টরের মালিকদের সভায় উপস্থিত করতে হবে। তাদেরকে এই সংক্রান্ত কিছু দায়িত্ব দিতে হবে। তাদের সাথে নিয়ে শিশুশ্রম নিরসনে লক্ষ্য ঠিক করতে হবে।	০৫। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, সিলেট।
জনাব মো:মাসুদুর রহমান,আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক,ইউসেপ সিলেট অঞ্চল বলেন, তারা প্রাপ্তবয়স্ক কিশোরদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা সৃষ্টি করে কাজ দিয়ে থাকেন। শোভন কাজে ১৮ বছর না হলে কর্তৃপক্ষ তাকে কাজে নিতে চায় না। সেক্ষেত্রে বয়স ১৭ বছর হলে ০৬ মাসের প্রশিক্ষণ নিয়ে ও ০৬ মাসের শিক্ষানবীশকাল শেষ করে ১৮ বছর হলে সে কাজে চলে যায়। স্কুল থেকে ঝড়ে পড়া শিশুদের দ্বিতীয়বার শিক্ষার সুযোগ করে দিতে ইউসেপ বাংলাদেশ কাজ করে থাকে। ১০ বছরের বেশি বয়সী শিশুর ক্ষেত্রে ০১ বছরের ০১টি মডিউল পড়ানো হয় যেখানে ১ম থেকে ৪র্থ শ্রেণি পর্যন্ত মৌলিক গণিত ও বিজ্ঞান বিষয়ে পড়ানো হয়ে থাকে। পরে ০১ বছরে শিক্ষার্থীরা পঞ্চম শ্রেণি শেষ করে। এরপর ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণি ০১ বছরে শেষ করা হয়। তারপর অষ্টম শ্রেণি ০১ বছর পড়ে ১৪ বছরে সাধারণ শিক্ষা শেষ করা হয়। এরপর কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীন নবম ও দশম শ্রেণি পড়ানো হয়। সাধারণ শিক্ষার সাথে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কোন বিষয়ে দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে কাজে যুক্ত হতে পারে। তাদের শিক্ষার সাথেই যদি আয়ের ব্যবস্থা করা যায় তাহলে ভাল হয় বলে তিনি মন্তব্য করেন। এক্ষেত্রে ইউনিসেফ ও ইউএনডিপি আর্থিক সহায়তা প্রদান করতে পারে।	০৬।শিশুশ্রম নিরসনে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	০৬।ইউসেপ, সিলেট।
জনাব মো:আব্দুর রফিক, উপপরিচালক,সমাজসেবা অধিদপ্তর বিভাগীয় কমিশনার মহোদয়ের এক প্রশ্নের জবাবে বলেন,সিলেটে শেখ রাসেল ঝুঁকিপূর্ণ শিশুকেন্দ্র নামে শুধুমাত্র সুবিধাবঞ্চিত মেয়েদের জন্য একটি পুনর্বাসন কেন্দ্র রয়েছে। এখানে ১০০ জন মেয়ে শিশুর শিক্ষার ও থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। বর্তমানে ৫০ জন মেয়ে শিশুর পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা যাবে।		
জনাব মোহাম্মদ ইউসুফ আলী, পরিচালক, এসওএস শিশুপল্লী সিলেট বলেন, শিশুশ্রম নিরসনে তাঁদের কিছু প্রোগ্রাম রয়েছে। তারা অনাথ ও অভিভাবকবিহীন শিশুদের জন্য আশ্রয়ণের ব্যবস্থা করে থাকেন। তাঁদের সহযোগিতায় যেসব শিশু রয়েছে তাদের মধ্যে শিশুশ্রম নিরসন হয়েছে তা নয়, তবে সার্বিকভাবে শিশুশ্রম কমেছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।তিনি আরও বলেন, শিশুরা যে কারণে শ্রমে যায় তা হলো খাবারের বাড়তি ক্যালরির চাহিদা। তাঁরা শিশুদের বাড়তি ক্যালরির চাহিদা পূরণের জন্য খাদ্য সরবরাহ করে থাকেন। যেসব শিশু তাঁদের ক্যাম্পাসে আছে তারা সার্বক্ষণিক সহায়তা পায়। ক্যাম্পাসের বাইরের শিশুরা বাড়িভিত্তিক সহায়তা পাচ্ছে। শিশুদের অভিভাবকদের জন্য জীবিকা নির্বাহের প্রকল্প রয়েছে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অভিভাবকদের উপার্জনক্ষম করে গড়ে তোলার ব্যবস্থা করা হয়। শিশুদের কারিগরী প্রশিক্ষণের জন্য ইউসেপ এর সাথেও তাঁরা কাজ করছেন বলে সভায় জানান।	০৭।শিশুশ্রম নিরসনে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	০৭।এস ও এস শিশুপল্লী সিলেট
জনাব মোহাম্মদ আছাদুজ্জামান ছায়েম,নির্বাহী পরিচালক,আকবেট বলেন, সিলেটে ১৯৯৩ সাল থেকে সিটি কর্পোরেশন এলাকায় শিশুশ্রম ইস্যু নিয়ে তাঁরা কাজ করছেন। সিটি কর্পোরেশন এলাকার ওয়ার্ড ভিত্তিক ঝুঁকিপূর্ণ কাজে কতজন শ্রমিক নিয়োজিত আছেন	০৮।শিশুশ্রম নিরসনে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। আগামী সভায় সিলেটের	০৮।আকবেট, সিলেট

এরকম একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন তাঁরা করেছেন। বর্তমানে ৩০০ জন শিশু নিয়ে তাঁরা কাজ করছেন। অনেক শিশুরা আছে যারা আর্থিক সমস্যার কারণে পড়তে পারছে না। তাদের কোন সরকারি বা বড় কোন দাতা সংস্থা শিক্ষা চালিয়ে যেতে আর্থিক সহায়তা প্রদান করতে পারে বলে মত প্রকাশ করেন। এছাড়া কিছু শিশু আছে যারা পড়াশোনা ছেড়ে দেয়। তখন তাদের বাবা মা তাদের কাজে লাগিয়ে দেয়। এই ব্যাপারে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে বলে তিনি মন্তব্য করেন। শিশুশ্রম নিরসনে মূল কারণ অনুসন্ধান করে তা অপসারণ করতে হবে। গত ০৫ বছর ধরে যে শিশুগুলো নিয়ে তারা কাজ করেছেন সেই পরিবারের অন্য কোন শিশু কাজে যায়নি বলে তিনি জানান। ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রমের মূল উৎস হচ্ছে বিভিন্ন জেলা হতে আগত দরিদ্র জনগোষ্ঠি। এরা বস্তি এলাকাগুলোতে থাকে। এখানে যদি ইউসেপ এর প্রচারণা চালানো যায় তাহলে ভাল হয়। তিনি বলেন. আকবেটের যে স্কুল আছে তাতে যেকোন সময় যে কাউকে ভর্তি করা যায় এবং তাদের স্কুলে আসাও নিশ্চিত করা হয়। গৃহে যে শিশুশ্রম রয়েছে তা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। এটিকেও ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রমের তালিকায় আনার দাবি জানান।	শিশুশ্রম সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য সহ কোন উপস্থাপনা থাকলে প্রদর্শন করতে হবে।	
জনাব মো: আবুল খায়ের, চাইল্ড প্রটেকশন অফিসার, ইউনিসেফ ,বিভাগীয় কার্যালয়, সিলেট তাঁর বক্তব্যের শুরুতে বলেন, ইউনিসেফ শিশুশ্রম নিরসনে যে পর্যায়ে কাজ করছেন তা সভায় তুলে ধরেন। সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করছে। সবার মধ্যে সমন্বয় থাকলে ভালো সেবা দেওয়া সম্ভব বলে তিনি মনে করেন। সিলেট বিভাগে শিশুশ্রম নিয়ে কাজ করতে গিয়ে ইউনিসেফ থেকে ৪,০০০ পরিবারকে মাসে ২,০০০/- টাকা করে ০৬ মাস অন্তর অন্তর ১২,০০০/- টাকা দেওয়া হয়। যেসব পরিবারে শিশুশ্রম আছে তাদের ০৩ কিস্তিতে ৩৬,০০০/- টাকা প্রদান করা হয়। ০৬-১৪ বছরের শিশু যারা শিশুশ্রমের ঝুঁকিতে আছে তারা এই টাকা পাচ্ছে। ঝুঁকিপূর্ণ কাজে শিশুশ্রম নিযুক্ত আছে এমন শিশুকে স্কুলে পাঠানোর শর্তে এ টাকা প্রদান করা হয়। তিনটি শর্তে টাকা দেওয়া হয়- ১) শিশুশ্রমে যেতে পারবে না, ২) স্কুলে যেতে হবে, ৩) মেয়ে শিশুর ক্ষেত্রে ১৮ বছরের আগে এবং ছেলে শিশুর ক্ষেত্রে ২১ বছরের আগে বিয়ে করতে পারবে না। এই টাকা সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে দেয়া হয়। সিলেট বিভাগে এ দুটি মন্ত্রণালয়ের সাথে ইউনিসেফ কাজ করছে। সমাজসেবা অধিদপ্তরের সমাজকর্মীদের নিরীক্ষার পর জেলা শিশুশ্রম বোর্ড ও উপজেলা শিশুশ্রম বোর্ডে শিশুশ্রমের তালিকা অনুমোদনের পর টাকা দেওয়া হয়। সিলেট সদরে চা বাগানের ১৫০ জন শিশুকে ও দক্ষিণ সুরমায় ১২০ জন শিশুকে এ টাকা প্রদান করা হয়। তিনি আরও জানান, সিলেট বিভাগে ৬২টি চা বাগানে তাঁদের সেবা প্রদান কার্যক্রম রয়েছে। সিলেট বিভাগের ১২ টি চা বাগানের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয়েছে এবং বাগানগুলোতে সাহায্য প্রদান করা হচ্ছে। সরকারের 'সামর্থ্য ভিত্তিক ত্বরান্বিত শিক্ষা' প্রোগ্রামের আওতার ২য় বার শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ ও একই সাথে তাদের আর্থিক সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে শিশুশ্রম নিরসনের কথা বলেন। এছাড়া চা বাগান, সিটি কর্পোরেশন এলাকা, পাথর ভাঙ্গার কাজ ও বিভিন্ন জায়গায় সচেতনতামূলক কাজ করা হচ্ছে যাতে শিশুরা কাজে না গিয়ে স্কুলে যায়। এছাড়াও তিনি বলেন, সমাজসেবা অধিদপ্তরে পর্যাপ্ত সমাজকর্মী না থাকায় ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রমের পর্যাপ্ত তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না। উপমহাপরিদর্শক কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের শিশুশ্রম সংক্রান্ত তথ্য প্রদান করলে উক্ত শিশু শ্রমিকদের পুনর্বাসন ইউনিসেফ করতে পারবে কী না এই প্রশ্নের জবাবে তিনি সমাজসেবা কর্মকর্তার সাথে একসাথে কাজ করে শিশুশ্রম নিরসনের কথা বলেন। সিলেট সিটি কর্পোরেশন, সিলেট সদর ও জৈন্তাপুরে ইউনিসেফের কার্যক্রম রয়েছে বলে তিনি জানান। অতীতে ইউনিসেফ যাদেরকে নিয়ে কাজ করেছেন তাদের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে বিভাগীয় কমিশনার মহোদয় জানতে চান। এর জবাবে ইউনিসেফ প্রতিনিধি জানান, যাদেরকে টাকা দেওয়া হয়েছে তাদেরকে ইউনিসেফের পাশাপাশি সমাজসেবা অধিদপ্তর, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেম্বারের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। যতজন শিশুকে তাঁরা আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছেন তার ৯৫ শতাংশ শিশু স্কুলে যাচ্ছে। এছাড়াও সমাজসেবা অধিদপ্তরের আওতায় পর্যাপ্ত সমাজকর্মী না থাকায় প্রকল্পের আওতায় সমাজসেবা অফিসারের সাথে কাজ করার জন্য ইউনিসেফ সমাজকর্মী সরবরাহ করছে বলে সভায় জানান। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের পরিদর্শনের মাধ্যমে প্রাপ্ত ৪৪ জন শিশুশ্রমিকের তথ্য দিলে সমাজকর্মীরা তা নিরীক্ষা করে দেখবে,তারপর তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে। তিনি বলেন, আগামী সভার আগে এই ৪৪ জন শিশুকে সবাই মিলে পরিদর্শন করা যেতে পারে।	০৯। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের পরিদর্শনে প্রাপ্ত ৪৪ জন শিশুশ্রমিকের তথ্য সরবরাহ সকল সরকারী/বেসরকারী সংস্থার কাছে সরবরাহ করতে হবে এবং কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে হবে।	০৯। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, সিলেট, সমাজসেবা অধিদপ্তর,সিলেট এবং ইউনিসেফ,ইউসেপ,এসওএস শিশুপল্লী,সিলেট ।

সভাপতি সংশ্লিষ্ট সকলকে শিশুশ্রম নিরসনের জন্য একযোগে কাজ করার আহবান জানান। সেই সাথে শিশুশ্রম নিরসনে উপজেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটিকে কার্যকর করা এবং আলোচ্য বিষয়ের সিদ্ধান্তসমূহ দ্রুত বাস্তবায়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

আর কোনো আলোচনা না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

(মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী)
বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট
এবং
সভাপতি, বিভাগীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদ,সিলেট
ফোন: ০৮২১-৮৪০০০২
ফ্যাক্স-০৮২১-৮৪০০২০
divcomsylhet@gmail.com

স্মারক নং: ০৫.৪৬.০০০০.০০৫.৫৬.০০৩...৫২৭/২(২৬) তারিখঃ ০৭/১০/২০১৮ খ্রিঃ

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি (জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়):

১। সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। সিনিয়র সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন এবং সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮। মহাপরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ।
৯। মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, ২৩-২৪, বিএফডিসি কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স, কাওরান বাজার, ঢাকা।
১০-১৩। জেলা প্রশাসক, সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজার।
১৪। শ্রম পরিচালক, শ্রম পরিদপ্তর, ৪ রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।
১৫। চেয়ারম্যান, এনসিসিডব্লিউই, ২৩ বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, ঢাকা।
১৬। সভাপতি, বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন, ১২২-১২৪, চেম্বার বিল্ডিং, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো:

১। কমিশনারের একান্ত সচিব, সিলেট বিভাগ, সিলেট (কমিশনার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
২-৩। পিএ টু অতিরিক্ত কমিশনার (সার্বিক)/(রাজস্ব), সিলেট বিভাগ, সিলেট (অতিরিক্ত কমিশনার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)

০৭/১০/১৮

(হিমন কুমার সাহা)
উপমহাপরিদর্শক (চলতি দায়িত্ব)
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
ও
সদস্য সচিব ,বিভাগীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদ
(DCLWC), সিলেট।